Biz bodies adopt mkts in Covid fight

TIMES NEWS NETWORK

Kolkata: Following a request from chief minister Mamata Banerjee to adopt local markets for implementing hygienic practices to combat the Covid-19 pandemic, leading business chambers and industry bodies have started sanitisation drive in over a dozen markets across the city.

The Bengal Chamber of Commerce & Industry (BCC&I) has adopted Bansdroni Bazar, in addition to Jodhpur Park Market and Gariahat, for sanitization. The chamber representatives led by president-designate Deb A Mukherjee handed over thermal gun, gloves, masks and sanitisers to the chairperson of the Bansdroni Bazar last week.

The Bharat Chamber of Commerce has taken over Park Circus, Phool Bagan-VIP Market and Salt Lake CK Market for proper sanitisation awareness campaign. Besides, West Bengal Hosiery Association, an affiliated body of Bharat Chamber, distributed over 12,000 masks and 100 litres sanitisers to Jadu Bazar, Entally Market, Shyambazar, Ashubabur Bazar, Charles Atten Market, Lake Market, Bansdroni, Behala Bajar.

The CII has adopted the responsibility for sanitizing the New Alipore Market (NAM). Its spokesperson said that CII has distributed 400 pcs of 3 ply mask, sanitiser, liquid handwash and 200 pair of gloves among 200 stall owners at NAM, in the presence Mehul Mohanka, chairman, CII West Bengal State Council.

EEPC India has taken over the sanitisation project of Hazra Market in Kolkata while the Merhant's Chamber of Commerce initiated hygiene drive in College Street Market and Ramlal Bazaar," said S Roy, deputy director general of MCCI.

The president of Indian Chamber of Commerce and chairman of Keventer Group had adopted Lake Market and Nilganj market in Barasat.

PRESS CLIP

==========

Publication:- Indiablooms.com **(**https://www.indiablooms.com/life-details/L/5071/bengal-chamber-adopts-gariahat-jodhpur-park-markets-in-the-sanitizing-drive-of-bengal-government.html**)**

Date: - 18th April 2020

Page :-Online

The Bengal Chamber adopted Gariahat and Jodhpur Park Markets in the sanitizing drive of Government of West Bengal against COVID-19

Bengal Chamber adopts Gariahat, Jodhpur Park Markets in the sanitizing drive of Bengal government

IBNS | @indiablooms | 18 Apr 2020, 09:19 pm

#BengalChamber, #Gariahat, #JodhpurPark, #WestBengal, #MamataBanerjee

Kolkata/IBNS: As per the request of West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee, the Bengal Chamber of Commerce and Industry volunteered to adopt two markets of South Kolkata- Gariahat and Jodhpur Park, for sanitization.

The chamber coordinated with Councilor, Ward No. 93 (Jodhpur Park Market), Councillor, Ward No. 68 (Gariahat Market) along with the Lake Police and Gariahat Police Stations respectively for the above two markets and organized to provide the sanitization resources including masks, gloves, hand sanitizers and detergents.

B B Chatterjee, president, The Bengal Chamber and Subhodip Ghosh, Director General, the Bengal Chamber visited the Jodhpur Park Market on Apr 14 along with Officer-In-Charge Lake Police Station and the Local Councillor Ward No 93.

On Apr 15, Chatterjee, Ghosh, Director General and Smarajit Purkayastha, Deputy Director General, The Bengal Chamber visited The Gariahat Market along with Officer-In-Charge Gariahat Police Station and the Local Councillor Ward No 68.

15 Litres sanitizers; 4 kg detergents, 400 pieces of reusable masks; 400 pairs of gloves for around 200 Stalls were handed over to Secretary, Jodhpur Bajar Samity in presence of the Local Councilor, Ward No. 93. Mr. S Radhakrishnan, Former President, The Bengal Chamber and a resident of Jodhpur Park area was also present.

20 Litres sanitizers; 6.5 kg detergents, 1500 pieces of reusable masks; 1000 pairs of gloves were handed over to Gariahat Bajar Samity In- Charge in presence of the Local Councillor, Ward No. 68.

PRESS CLIP

==========

Publication:- Kolkata24X7.com (https://www.kolkata24x7.com/how-cardiac-patients-can-be-affected-and-how-they-can-take-care-advice-dr-rabin-chakraborty/)

Date: - 1st April 2020

Page :- Online

Special article on how Cardiac Patients can be affected by COVID-19 infection and how they can take care of their heart from COVID-19 by Prof. Dr. Rabin Chakraborty, Eminent Cardiologist and Chairperson of The Health Committee, The Bengal Chamber.

হৃদরোগ, মধুমেয়, রক্তে উচ্চচাপ থাকলে করোনা বেশি সমস্যায় ফেলবে

By **Bengali Desk** - April 1, 2020

কলকাতা: বিশ্বজুড়ে করোনা এখন মহামারীর আকার ধারণ করেছে।লাফিয়ে

লাফিয়ে বাড়ছে আক্রান্ত এবং মৃতের সংখ্যা।এই অবস্থায় কারও হৃদরোগ, মধুমেয়, রক্তে উচ্চচাপ ইত্যাদি থাকলে কেমন করে সুরক্ষিত রাখবেন নিজেদের । সেই বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছেন দ্য বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের স্বাস্থ্য বিষয়ক কমিটির চেয়ারপার্সন তথা বিশিষ্ট কার্ডিওলজিস্ট ডাঃ রবীন চক্রবর্তী। ।

ডাঃ রবীন চক্রবর্তীর মতে, হৃদযন্ত্রে অনেকগুলি কারণে করোনা ভাইরাস কোভিড–১৯–এর সংক্রমণ হতে পারে। তার মধ্যে একটা হল সরাসরি সেটি হৃদযন্ত্রকে আক্রান্ত করতে পারে। সেটা আবার ৩–৪ রকম ভাবে করতে পারে। এর মধ্যে একটা হল মায়োকার্ডাইটিসের কারণে প্রদাহ (ইনফ্লেমড)। এটা প্রথমেই হৃদযন্ত্রকে আক্রান্ত করে না। ফুসফুস এবং অন্যান্য অঙ্গে সংক্রমণ হলে এমন হয়। তবে এটা খুব কম মানুষের হয়।

পাশাপাশি তিনি জানিয়েছেন, ওই মায়োকার্ডাইটিস থেকে হৃদযন্ত্রের পেশির প্রদাহের বিষয়টি। আর এখান থেকে কার্ডিয়াক এরিথমিয়া হতে পারে। আর যেটা হতে পারে সেটা হল এটি হার্টকে আঘাত করতে পারে অর্থাৎ অ্যাকিউট কার্ডিয়াক ইনজুরি। তবে চিন্তার কথা হল যাঁদের হৃদরোগ রয়েছে অথবা মধুমেহ, মেলাইটাস, উচ্চ রক্তচাপ, স্ট্রোক হয়েছে, বাইপাস সার্জারি হয়েছে, তাঁদের ক্ষেত্রে কোভিড–১৯ আরও বেশি সমস্যা তৈরি করতে পারে।

রবীনবাবুর মতে, এক্ষেত্রে আর একটা দিক হল প্রবীণ মানুষদের সমস্যা। দেখা যাচ্ছে, এমন মানুষ, যাঁদের মধুমেহ, উচ্চ রক্তচাপ রয়েছে, যাঁরা নিয়মিত ধূমপান করতেন, তাঁদের কোভিড–১৯–এ আক্রান্ত হওয়ার সময় যে সব উপসর্গ দেখা যায়, সেগুলি দেখা যাচ্ছে। হয়তো একটি জ্বর হল বা একটু কাশি হল। সেখান থেকে নিউমোনিয়া হওয়ার কথা। তা না হয়ে তাঁদের বুকে তীব্র ব্যথা অনুভূত হয়, চাপ চাপ ভাব এল, তার ফলে মনে হতে পারে সেটা একটা হার্ট অ্যাটাক।

তখন একটা ইসিজি করতে দেখা যায়, সেটি হার্ট অ্যাটাকের ইসিজি–র মতো দেখতে বা কার্ডিয়াক এনজাইম ট্রপোনিন টেস্ট, সিপিকে–এমবি অনেক সময় বেশি থাকে। অনেক সময় ভুলবশত হার্ট অ্যাটাক রোগীর মতো চিকিৎসা হতে পারে। তো সে ক্ষেত্রে হয়তো জানা যায়, সেটা হার্ট অ্যাটাক নয়। সেটা করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ। অনেক সময় এই সব রোগীদের ক্ষেত্রে একটু জ্বর, কাশি হওয়ার পরই এমন একটা কষ্ট শুরু হল, মনে হয় যে সেটা হার্টের অসুখ।

তিনি জানান আর একটা দিক হল, আমরা কিছু কিছু ওষুধ খাই, যেমন উচ্চ রক্তচাপের। সেগুলি নিয়ে অনেক আলোচনা আছে। সেগুলি করোনা ভাইরাসকে ত্বরান্বিত করে কিনা, বা উপসর্গকে বাড়িয়ে তোলে কিনা, সেটা কিন্তু পুরোপুরি ঠিক নয়। আবার অনেকে প্রপিল্যাক্সিসের জন্য হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন খান, সে

ব্যাপারে জানাতে হবে। যে সব রোগীদের ইসিজি–তে প্রাথমিক ভাবে কিছু জিনিস ধরা পড়েছে, যেমন লং কিউটি সিনড্রোম আছে। এবার সেগুলি পরীক্ষা না করে যদি তাঁদের হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন খাওয়ার কথা

বলা হয়, তাঁরা নিজেরাই যদি হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন খেয়ে নেন, তাঁদের ইসিজি সম্পর্কে কোনও সমস্যার কথা না জেনে চিকিৎসা শুরু হয়ে যায়, সেটা কিন্তু হিতে বিপরীত হয়ে যেতে পারে।

সুতরাং, হৃদযন্ত্র করোনা ভাইরাস থেকে নানা ভাবে আক্রান্ত হতে পারে, বিকল হতে পারে। তার একটা হতে পারে সরাসরি ভাইরাসের আক্রমণে পড়া। যদিও তাঁর সম্ভাবনা খুব কম। এটা ৩–৪ শতাংশের বেশি নয়।এছাড়া তিনি জানান, যাঁদের ইতিমধ্যে হার্টের কোনও অসুখ আছে। তাঁদের যদি করোনা ভাইরাসের অসুখ হয় বা তাঁরা আক্রান্ত হন, তাঁদের ক্ষেত্রে সমস্যা বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। এবং পরবর্তী কালে হৃদযন্ত্র সত্যিই যদি খুব ক্ষতিগ্রস্থ হয়, যেমন অ্যাকিউট কার্ডিয়াক ইনজুরি হয়, তার থেকে যদি হার্ট ফেলিওর হয়, অনেক সময় কার্ডিওজেনিক শক হতে পারে। এমন হলে সমস্যা অনেক বেশি হয়ে যায়। এটা সরাসরি মৃত্যুর কারণ হয়েও দাঁড়াতে পারে।

PRESS CLIP

==========

Publication:- Kolkataprimetime.com (http://www.kolkataprimetime.com/newsDetails/market-sanitize_7960)

Date: - 23rd April 2020

Page :-Online

The Bengal Chamber adopted Gariahat ,Jodhpur Park & Bansdroni Markets in the sanitizing drive of Government of West Bengal against COVID-19

বাঁশদ্রোণী বাজারে স্যানিটাইজ করল বনিকসভা

2020-04-23 16:46:04

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর নির্দেশ অনুসারে বনিকসভা দ্য বেঙ্গল চেম্বার অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি দক্ষিণ কোলকাতার দুটি বাজার, গড়িয়াহাট এবং যোধপুর পার্ক বাজার- স্যানিটাইজ করবার দায়িত্ব পালন করার পর তারা বাঁশদ্রোণী বাজার স্যানিটাইজ করবার দায়িত্ব পেয়েছিল। বনিকসভার তরফ থেকে জানানো হয়,তারা বাঁশদ্রোণী বাজারের সংশ্লিষ্ট নেতাজী নগর থানার সাথে যৌথ উদ্যোগে প্রয়োজনীয়

জিনিসপত্র বাঁশদ্রোণী বাজারের বিক্রেতাদের প্রদান করেন। পয়লা বৈশাখে স্যানিটাইজেশনের-এর কাজ হয় যোধপুর পার্ক বাজার ও গড়িয়াহাট বাজারে। এদিন বাঁশদ্রোণী বাজারে উপস্থিত ছিলেন বনিকসভার প্রেসিডেন্ট ডেজিগনেট শ্রী দেব এ মুখার্জি, ডিরেক্টর জেনারেল শুভদীপ ঘোষ, ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল স্মরজিত পুরকায়স্থ, বোরো চেয়ারম্যান ও পৌর প্রতিনিধি তপন দাশগুপ্ত, নেতাজী নগর থানার ওসি সুভাষ অধিকারী।দেব এ মুখার্জি বলেন, "আমরা একটি দায়িত্বশীল বনিকসভা,সামাজিক কর্তব্য গুলিকে আমাদের চেম্বারের ক্রিয়াকলাপের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে বিবেচনা করি। রাজ্য সরকারের সাথে এই মহামারী মোকাবিলার কাজে সহায়তা করতে আমারা কিছুটা চেষ্টা করছি। বাজারগুলি গ্রহণ করে তাদের নিরবচ্ছিন্ন পরিষেবা পরিচালনায় সহায়তা করা চেম্বার হিসাবে আমাদের একটি দায়িত্ব।' শুভদীপ ঘোষ বলেন, "আমরা বাজার কমিটিগুলিতে যোগাযোগ করে আমাদের দিক থেকে সর্বতো ভাবে সাহায্য করছি এবং যখনই প্রয়োজন হবে তাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী আমরা সরবরাহ করবো। চেম্বারের তরফ থেকে পুলিশ কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজন অনুযায়ী বাজার গুলিতে হ্যান্ড স্যানিটাইজার এবং মাস্ক,গ্লাভস,থার্মাল গান সরবরাহ করা হয়েছে ।"

PRESS CLIP

==========

Publication:- Newsstardom.in (http://newsstardom.in/%e0%a6%95%e0%a6%b0%e0%a7%8b%e0%a6%a8%e0%a6%be-%e0%a6%ae%e0%a7%8b%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a7%9f-%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%af-%e0%a6%ac%e0%a7%87%e0%a6%99%e0%a7%8d/)

Date: - 23rd April 2020

Page :-Online

The Bengal Chamber adopted Gariahat ,Jodhpur Park & Bansdroni Markets in the sanitizing drive of Government of West Bengal against COVID-19

করোনা মোকাবিলায় দ্য বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি দক্ষিণ কোলকাতার বাঁশদ্রোণী বাজারে ৭০টি দোকানের জন্য থার্মাল গান, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, রিইউজেবল মাস্ক এবং গ্লাভস প্রদান করলো……..

News Stardom I April 23, 2020 I

grey matter pr
106 d, block-f
new alipore
kolkata 700 053
i n d i a
W +91 33 2445 2766
info@greymatterpr.com
www.greymatterpr.com

নিউজ স্টারডম: কলকাতা, ২৩ এপ্রিল ২০২০ রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর নির্দেশ অনুসারে দ্য বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি দক্ষিণ কোলকাতার দুটি বাজার, গড়িয়াহাট এবং যোধপুর পার্ক বাজার-এর স্যানিটাইজ করবার দায়িত্ব সুষ্ঠু ভাবে পালন করার পর, তারা বাঁশদ্রোণী বাজার স্যানিটাইজ করবার দায়িত্ব পেয়েছিল। চেম্বারের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, তারা বাজারের সংশ্লিষ্ট নেতাজী নগর থানার সাথে তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বাঁশদ্রোণী বাজারের বিক্রেতাদের প্রদান করা হয়। গত পয়লা বৈশাখের শুভ তিথিতে এই স্যানিটাইজেশনের-এর কাজ হয় যোধপুর পার্ক বাজার ও গড়িয়াহাট বাজারে। আজ সকালে বাঁশদ্রোণী বাজারে ৭০টি দোকানের জন্য থার্মাল গান, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, রিইউজেবল মাস্ক এবং গ্লাভস প্রদান করা হল।

বিতরণকারী কতৃপক্ষের তরফে উপস্থিত ছিলেন-

শ্রী দেব এ মুখার্জি,প্রেসিডেন্ট ডেজিগনেট, দ্য বেঙ্গল চেম্বার।

শ্রী শুভদীপ ঘোষ, ডিরেক্টর জেনারেল, দ্য বেঙ্গল চেম্বার।

শ্রী স্মরজিত পুরকায়স্থ, ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল, দ্য বেঙ্গল চেম্বার।

সমন্বয়কারী কতৃপক্ষের তরফে উপস্থিত ছিলেন-

শ্রী তপন দাশগুপ্ত, কাউন্সিলর, (৯৫ নং ওয়ার্ড) এবং বোরো চেয়ারম্যান।

শ্রী সুভাষ অধিকারী, ওসি,নেতাজী নগর থানা। শ্রী দেব এ মুখার্জি, প্রেসিডেন্ট ডেজিগনেট, দ্য বেঙ্গল চেম্বার জানান, “আমরা একটি দায়িত্বশীল চেম্বার অফ কমার্স হিসাবে, সামাজিক কর্তব্য গুলিকে আমাদের চেম্বারের ক্রিয়াকলাপের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে বিবেচনা করি। রাজ্য সরকারের সাথে এই মহামারী মোকাবিলার কাজে সহায়তা করতে আমারা কিছুটা চেষ্টা করছি। বাজারগুলি গ্রহণ করে তাদের নিরবচ্ছিন্ন পরিষেবা পরিচালনায় সহায়তা করা চেম্বার হিসাবে আমাদের একটি দায়িত্ব।’

শ্রী শুভদীপ ঘোষ, ডিরেক্টর জেনারেল, দ্য বেঙ্গল চেম্বার বলেন, "আমরা বাজার কমিটিগুলিতে যোগাযোগ করে আমাদের দিক থেকে সর্বতো ভাবে সাহায্য করছি এবং যখনই প্রয়োজন হবে তাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী আমরা সরবরাহ করবো।" তিনি উল্লেখ করেন, "চেম্বারের তরফ থেকে পুলিশ কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজন অনুযায়ী বাজার গুলিতে হ্যান্ড স্যানিটাইজার এবং মাস্ক, গ্লাভস, থার্মাল গান সরবরাহ করা হয়েছে।"

grey matter pr

PRESS CLIP

==========

Publication:- Prabhat Khabar

Date: - 11th April 2020

Page :- 07

Article on The Bengal Chamber bridging the health care suppliers with health care providers during the COVID-19 pandemic.

कोरोना महामारी से निपटने के लिए बंगाल चेंबर की विशेष तैयारी

संवाददाता ▷ कोलकाता

पूरे देश में लॉकडाउन तीसरे सप्ताह की ओर बढ़ रहा है. ऐसी कठिन परिस्थिति में ज्यादातर उद्योगों, विशेष रूप से एमएसएमई क्षेत्र को इससे काफी नुकसान पहुंच रहा है. इस बीच लॉकडाउन में हेल्थकेयर क्षेत्र में लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी आवश्यक वस्तुओं की मांग भी काफी तेजी से बढ़ी है क्योंकि अस्पतालों में संक्रमण के बढ़ते मामलों के साथ व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सहित स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक चीजों की कमी हो रही है. इस स्थिति को देखते हुए बंगाल चेंबर ने आपूर्ति और मांग की कमी को कम करने के लिए विभिन्न अस्पतालों के साथ स्वास्थ्य देखभाल के सामान निर्माताओं को जोड़ने की पहल शुरू की है. एमएसएमई क्षेत्र की पांच कंपनियां जो अस्पताल में आवश्यक और आपूर्ति के पंजीकृत निर्माता हैं, उनसे बंगाल चेंबर को संतोषजनक जवाब मिला है. इनमें एडशन इंटरप्राइजेज, ईवा डिस्पोजेबल दस्ताने, उद्योगी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट हाउस और ट्रेंट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन प्रमुख हैं. शहर के करीब आठ निजी अस्पतालों के अधिकारियों ने इस बारे में चेंबर से संपर्क किया है. इस बातचीत में स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने को लेकर अस्पताल के अधिकारियों ने उनसे जानकारी ली है, जिसमें एन-95 मास्क, डिस्पोजेबल मास्क, डिस्पोजेबल दस्ताने, सेनिटाइजर, कोविड -19 रैपिड टेस्ट किट, सर्जिकल फेस मास्क, डिस्पोजेबल चश्मे, जूता कवर, डिस्पोजेबल गाउन इत्यादि शामिल हैं. इसके अलावा एचएमएचडीपीई ड्रम, डायलिसिस वॉटर जार, पेट बोतल और अस्पतालों में भोजन परोसने के लिए प्लास्टिक खाद्य कंटेनर की सप्लाई से जुड़ी जानकारियां शामिल हैं.

इस विषय में डॉ आलोक रॉय (मेंटर, हेल्थ कमेटी और पूर्व अध्यक्ष, द बंगाल चेंबर) ने कहा कि हम काफी मुश्किल और कठिन समय से गुजर रहे हैं. चेंबर भी कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए हर संभव मदद करने के तहत आवश्यक संसाधनों की आपूर्ति की राह आसान करने में लगा हुआ है. चेंबर एमएसएमई क्षेत्र से लगातार संपर्क में है जो काफी पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं. देशभर में इस तालाबंदी के कारण उन्हें भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. इस कठिन घड़ी में हेल्थकेयर उपकरण के निर्माताओं को हेल्थकेयर यूनिट्स और अस्पतालों से जोड़ने की कोशिश की है जिनकी इस कठिन घड़ी में सख्त जरूरत है.

शुभोदीप घोष (महानिदेशक, बंगाल चेंबर) ने बताया कि आज तक पांच एमएसएमई क्षेत्र के अधिकारियों ने ईमेल भेजकर हमसे संपर्क किया है. उन्होंने जानकारी दी थी कि हेल्थकेयर से जुड़े जिन मेडिकल सरंजाम का वे निर्माण करते हैं, वे धीरे-धीरे इसकी आपूर्ति कर सकते हैं. इनमें से तीन निर्माता कंपनी हैं, बाकी दो ट्रेडिंग और एक्सपोर्ट हाउस शामिल हैं.

इसके अलावा, ईजीरिक्स, वीबेल बीसीसी और आइटेक इनक्यूबेशन सेंटर के एक इनक्यूबेट ने अफोर्डेबल 3 डी फेस शील्ड और 100% ऑर्गेनिक अल्कोहल आधारित एंटी वायरल, एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल सॉल्यूशन बनाया है. वर्तमान स्थिति में यह उत्पाद भी काफी उपयोगी हैं. हमें बताया गया है कि यह निम्न तरह के दवाओं की किफायती 3 डी फेस शील्ड बूंदें मास्क को ज्यादा देर तक असरदार और स्वास्थवर्धक जीवाणु मुक्त रखने में मदद कर सकते हैं, साथ हीं चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों, फार्मेसियों, पैथोलॉजी, सुपरमार्केट, पेट्रोल पंप, पुलिस स्टेशनों और कई और स्थानों के लिए भी यह काफी उपयोगी है. ओजोरेक्स एक ऑर्गेनिक स्टेरॉयड के साथ 25 ऑर्गेनिक अल्कोहल से बना एक तेल है जो शरीर के बाहरी महत्वपूर्ण हिस्सों में इस्तेमाल किया जाता है. उन्होंने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद से कोविड-19 में इसकी प्रभावकारिता की जांच करने के लिए प्रस्ताव भेजा है. बंगाल चेंबर चिकित्सा से संबंधित हितधारकों को जोड़ने के लिए एक कारगर एवं आवश्यक मंच बना रहा है.

grey matter pr

PRESS CLIP

==========

Publication:- Rajasthan Patrika

Date: - 12th April 2020

Page :- 04

Article on The Bengal Chamber bridging the health care suppliers with health care providers during the COVID-19 pandemic.

कोरोना से मुकाबला : बंगाल चेंबर ने शुरू की

स्वास्थ्य उपकरण निर्माताओं के साथ चिकित्सा अधिकारियों को जोड़ने की पहल

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
rajasthanpatrika.com

कोलकाता. लॉकडाउन में ज्यादातर उद्योगों, विशेष रूप से एमएसएमई क्षेत्र को काफी नुकसान पहुंच रहा है। इस बीच लॉकडाउन में हेल्थकेयर क्षेत्र में लोगों के स्वास्थ से जुड़ी आवश्यक वस्तुओं की मांग में काफी तेजी से वृद्धि हुई है क्योंकि अस्पतालों में संक्रमण के बढ़ते मामलों के साथ व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सहित स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक चीजों की कमी हो रही। इस स्थिति को देखते हुए बंगाल चेंबर ने आपूर्ति और मांग की कमी को कम करने के लिए विभिन्न अस्पतालों के साथ स्वास्थ्य देखभाल के सामान निर्माताओं को जोड़ने की पहल शुरू की है। इशके तहत 5 एमएसएमई क्षेत्र की कंपनियां जो अस्पताल में आवश्यक और आपूर्ति के पंजीकृत निर्माता हैं, उनसे द बंगाल चेंबर को कारगर जवाब मिला है।

वे एडशन इंटरप्राइजेज, ईवा डिस्पोजेबल दस्ताने, उद्योगी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट हाउस और ट्रेंट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन प्रमुख हैं। महानगर के 8 निजी अस्पतालों के अधिकारियों ने इस बारे में चेंबर से संपर्क किया है। स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने को लेकर अस्पताल के अधिकारियों ने उनसे जानकारी ली हैं जिसमें एन-95 मास्क, डिस्पोजेबल मास्क, डिस्पोजेबल दस्ताने, सेनिटाइजर, कोविड -19 रैपिड टेस्ट किट, सर्जिकल फेस मास्क, डिस्पोजेबल चश्मे, जूता कवर, डिस्पोजेबल गाउन शामिल हैं।

इसके अलावा एचएमएचडीपीई ड्रम, डायलिसिस वॉटर जार, पेट बोतल और अस्पतालों में भोजन परोसने के लिए प्लास्टिक खाद्य कंटेनर की सप्लाई से जुड़ी जानकारियां शामिल हैं। इस बारे में मेंटर, हेल्थ कमेटी और पूर्व अध्यक्ष, द बंगाल चेंबर डॉ. आलोक रॉय ने कहा कि हम काफी मुश्किल और अभूतपूर्व कठिन समय से गुजर रहे हैं। चेंबर कोविड-19 महामारी से निपटने के हर संभव मदद करने के तहत आवश्यक संसाधनों की आपूर्ति की राह आसान करने में लगा हुआ हैं। चेंबर एमएसएमई क्षेत्र से लगातार संपर्क में है जो काफी पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं।

तालाबंदी के कारण उन्हें भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस कठिन घड़ी में हेल्थकेयर उपकरण के निर्माताओं को हेल्थकेयर यूनिट्स और अस्पतालों से जोडने की कोशिश की है जिनकी इस कठिन घड़ी में सख्त जरूरत है। महानिदेशक, बंगाल चेंबर सुभोदीप घोष ने कहा कि आज तक 5 एमएसएमई क्षेत्र के अधिकारियों ने ई-मेल भेजकर संपर्क किया है। इनमें से तीन निर्माता कंपनी हैं, बाकी दो ट्रेडिंग और एक्सपोर्ट हाउस शामिल हैं। हालाकि, अभी हम एक अधिशेष स्थिति से गुजर रहे हैं, जिसमें अस्पतालों से की गई मांग और एमएसएमई द्वारा स्टॉक के मुताबिक उन्हें किया जानेवाला सप्लाई शामिल हैं।

इसके अलावा, ईजीरेक्स, वीबेल बीसीसी और आइटेक इनक्यूबेशन सेंटर के एक इनक्यूबेट ने अफोर्डेबल 3 डी फेस शील्ड और 100फीसदी ऑर्गेनिक अल्कोहल आधारित एंटी वायरल, एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल सॉल्यूशन बनाया है। इन्होंने इस बारे में चेंबर को सूचित किया है। वर्तमान स्थिति में यह उत्पाद भी काफी उपयोगी हैं।

PRESS CLIP

==========

Publication:- Rajasthan Patrika

Date: - 21st April 2020

Page :-02

The Bengal Chamber adopted Gariahat and Jodhpur Park Markets in the sanitizing drive of Government of West Bengal against COVID-19

बंगाल चेम्बर को मिली गरियाहाट और जोधपुर पार्क की स्वच्छता जिम्मेदारी

कोलकाता. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देशानुसार बंगाल चैंबर को दक्षिण कोलकाता के 2 बाजारों गरियाहाट और जोधपुर पार्क की स्वच्छता जिम्मेदारी सौंपी गई है। चेम्बर ने इन दोनों क्षेत्रों के संबंधित पुलिस स्टेशनों के साथ संपर्क स्थापित किया है ताकि उनकी आवश्यकताओं की सूची में मास्क, दस्ताने, सैनेटाइजर शामिल हों।

चैंबर की टीम गरियाहाट और जोधपुर पार्क बाजार तक इसकी सप्लाई करती है। द बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने जोधपुर मार्केट में 200 स्टॉल के साथ गरियाहाट मार्केट में मास्क, सैनेटाइजर, डिटर्जेंट पाउडर और दस्ताने वितरित किए हैं।

इस मौके पर द बंगाल चैंबर के अध्यक्ष बीबी चटर्जी, बंगाल चैंबर के महानिदेशक सुभोदीप घोष, बंगाल चैंबर कॉर्डिनेटिंग प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष एस.राधाकृष्णन, वार्ड 93 के पार्षद रतन डे और वार्ड 68 की पार्षद सुदर्शना मुखर्जी आदि मौजूद थीं।

PRESS CLIP

==========

Publication:- Sanmarg

Date: - 11th April 2020

Page :- 12

Article on The Bengal Chamber bridging the health care suppliers with health care providers during the COVID-19 pandemic.

चिकित्सा सामग्री की मांग व आपूर्ति का अंतर घटाने में मदद कर रहा बंगाल चैंबर

कोलकाता : कोरोना महामारी के चलते जहां एक ओर उद्योग बंद हैं, वहीं दूसरी ओर अस्पतालों से व्यक्ति सुरक्षा उपकरणों (पीपीई), सैनिटाइजर और वेंटिलेटर की मांग बढ़ गई है। मांग और आपूर्ति का अंतर कम करने के लिए **बंगाल चैंबर** ने 5 एमएसएमई एडसन एंटरप्राइजेज, इवा डिस्पोजेबल ग्लव्स, उद्योगी इंटरनेशनल प्रा. लि., इंटरनेशनल एक्सपोर्ट हाउस और ट्रेंट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन से इनकी आपूर्ति के संबंध में बातचीत की है। करीब 8 निजी अस्पतालों ने अपनी-अपनी मांग के संबंध में बंगाल चैंबर से संपर्क किया था। इसके अलावा भी कई अन्य चिकित्सा सामग्री की मांग की जा रही है। बंगाल चैंबर के पूर्व अध्यक्ष व हेल्थ कमेटी के मेंटर **डॉ. आलोक रॉय** ने कहा कि हम चिकित्सा सामग्री के छोटे उत्पादकों व मांग करने वालों को जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं।

PRESS CLIP

==========

Publication:- Thewall.in (https://www.thewall.in/lifestyle-health-doctor-elaborates-how-coronavirus-affects-to-heart-patients/)

Date: - 31st March 2020

Page :- Online

Special article on how Cardiac Patients can be affected by COVID-19 infection and how they can take care of their heart from COVID-19 by Prof. Dr. Rabin Chakraborty, Eminent Cardiologist and Chairperson of The Health Committee, The Bengal Chamber.

কোভিড-১৯ সংক্রমণে কীভাবে আক্রান্ত হতে পারেন হৃদরোগীরা, জানালেন বিশিষ্ট কার্ডিওলজিস্ট রবীন চক্রবর্তী

Last updated মার্চ ৩১, ২০২০

ভারতে ক্রমশই ভয়াবহ আকার নিচ্ছে করোনাভাইরাস। লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মৃতের সংখ্যাও। পশ্চিমবঙ্গে এখনও পর্যন্ত এই ভাইরাসের সংক্রমণে আক্রান্ত হয়েছেন মোট ২৭ জন। মৃত্যুও হয়েছে তিনজনের। সতর্কতার খাতিরে দেশজুড়ে তিন সপ্তাহ ধরে

চলছে লকডাউন। জনসাধারণকে বাড়ি থেকে বেরোতে বারণ করা হয়েছে। কারণ বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন সংক্রমণ এড়ানোর জন্য এটাই নিরাপদ উপায়।

এই অবস্থায় হৃদরোগীরা কী ভাবে কোভিড–১৯–এ আক্রান্ত হতে পারেন সেই বিষয়েই জানিয়েছেন দ্য বেঙ্গল চেম্বারের স্বাস্থ্য বিষয়ক কমিটির চেয়ারপার্সন, বিশিষ্ট কার্ডিওলজিস্ট ডক্টর রবীন চক্রবর্তী।

ডাক্তারবাবুর কথায় অনেক কারণেই হৃদযন্ত্রে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ হতে পারে। সরাসরিও এই ভাইরাস হৃদযন্ত্রকে আক্রমণ করতে পারে। এছাড়াও শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমেও তিন থেকে চার রকম উপায়ে হৃদযন্ত্রে ছড়াতে পারে সংক্রমণ।

প্রথমত

এর মধ্যে একটি পদ্ধতি হল মায়োকার্ডাইটিসের কারণে প্রদাহ (ইনফ্লেমড)। এক্ষেত্রে করোনাভাইরাস সরাসরি প্রথমেই হৃদযন্ত্রকে আক্রমণ করে না। বরং ফুসফুস এবং অন্যান্য অঙ্গে সংক্রমণের পর সেটা হৃদযন্ত্রে প্রভাব ফেলে। তবে সাধারণত এমনটা খুব কম মানুষের ক্ষেত্রেই দেখা যায়।

দ্বিতীয়ত

মায়োকার্ডাইটিস থেকে হৃদযন্ত্রের পেশির প্রদাহ এবং সেখান থেকে কার্ডিয়াক এরিথমিয়া হতে পারে। এর ফলে অ্যাকিউট কার্ডিয়াক ইনজুরি হওয়ার সম্ভাবনাও বেড়ে যায়। চিন্তার বিষয় হল যাঁদের হৃদরোগের সমস্যা রয়েছে অথবা যাঁরা ডায়াবেটিক, মেলাইটাস, উচ্চ রক্তচাপ—এইসবে রোগে ভোগেন কিংবা যাঁদের একবার স্ট্রোক হয়েছে বা বাইপাস সার্জারি হয়েছে, তাঁদের ক্ষেত্রে করোনাভাইরাস খুব বেশি মাত্রায় সমস্যা তৈরি করতে পারে। অর্থাৎ যাঁদের ইতিমধ্যেই হার্টের কোনও অসুখ রয়েছে তাঁরা যদি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হন, তাহলে তাঁদের ক্ষেত্রে সমস্যা বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এই সংক্রমণের ফলে পরবর্তী কালে হৃদযন্ত্র মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। যেমন অ্যাকিউট কার্ডিয়াক ইনজুরি এবং তার থেকে হার্ট ফেলিওর অথবা অনেক সময় কার্ডিওজেনিক শক হতে পারে। এমনটা হলে সমস্যা ক্রমশ জটিল হয়ে যায়। যার ফলে মৃত্যুও হতে পারে।

তৃতীয়ত

প্রবীণ মানুষদের ক্ষেত্রে প্রবল সমস্যা সৃষ্টি করে এই করোনাভাইরাস। দেখা যায় এমন অনেকেই আছেন যাঁরা ডায়াবেটিসের রোগী। সঙ্গে উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা রয়েছে। এছাড়াও যাঁদের নিয়মিত ধূমপানের অভ্যাস রয়েছে তাঁদের মধ্যে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলে যে যে উপসর্গ দেখা দেয় সেগুলিই দেখা যাচ্ছে। যেমন হয়তো সামান্য কাশি বা জ্বর হল। সেখান থেকে নিউমোনিয়া হওয়ার কথা। কিন্তু তার বদলে বুকে একটা তীব্র ব্যথা অনুভূত হতে থাকে। সারাক্ষণ মনে হবে বুকের উপর কিছু একটা চেপে বসে আছে। প্রাথমিক ভাবে এর ফলে মনে হতেই পারে যে হার্ট অ্যাটাক হয়েছে বা হার্টের সমস্যা দেখা দিয়েছে। তখন প্রথমেই ইসিজি করা হয়। অনেক সময় প্রাথমিক ভাবে হার্ট অ্যাটাক বা হার্টের সমস্যার চিকিৎসাও শুরু হয়ে যায়। পরে হয়তো জানা যায় যে বিষয়টা আদপেও হার্ট অ্যাটাক নয়, বরং করোনাভাইরাসের সংক্রমণ। সামান্য জ্বর-সর্দি-কাশির পরেই তীব্র একটা সমস্যা শুরু হতে পারে। যেটাকে সাদা চোখে হার্টের সমস্যা বলে মনে হলেও আসলে তা নয়।

চতুর্থত

আমরা কিছু কিছু ওষুধ নিয়মিত খেয়েই থাকি, যেমন উচ্চ রক্তচাপের ওষুধ। এগুলো নিয়ে অনেক আলোচনা আছে। রয়েছে নানা মতভেদ। এ ধরনের ওষুধ করোনাভাইরাসের সংক্রমণকে ত্বরান্বিত করে, বা উপসর্গকে বাড়িয়ে তোলে, সেটা বলা কিন্তু পুরোপুরি ঠিক নয়। আবার অনেকেই প্রপিল্যাক্সিসের জন্য হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন খান। সে ব্যাপারে অবশ্যই চিকিৎসককে জানাতে হবে। অনেকসময় বেশ কিছু রোগীর ক্ষেত্রে ইসিজিতে প্রাথমিক ভাবে কিছু জিনিস ধরা পড়ে। যেমন লাং অ্যাকিউট সিনড্রোম। এবার এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করে যদি সেই রোগীদের হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন খাওয়ার কথা বলা হয়, বা তাঁরা নিজেরাই যদি হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন খেয়ে থাকেন এবং তাঁদের ইসিজি সম্পর্কে কোনও সমস্যার কথা না জেনে চিকিৎসাও শুরু হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু হিতে বিপরীত হয়ে যেতে পারে।

সুতরাং, হৃদযন্ত্র করোনাভাইরাস থেকে নানা ভাবে আক্রান্ত হতে পারে, বিকলও হতে পারে। তবে হৃদযন্ত্রে সরাসরি ভাইরাসের আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা যদিও খুবই কম, ৩ থেকে ৪ শতাংশের বেশি নয়।

grey matter pr

PRESS CLIP

==========

Publication:- Aajkaal

Date: - 31st March 2020

Page :- 04

Special article on how Cardiac Patients can be affected by COVID-19 infection and how they can take care of their heart from COVID-19 by Prof. Dr. Rabin Chakraborty, Eminent Cardiologist and Chairperson of The Health Committee, The Bengal Chamber

হৃদ্‌রোগ আর করোনা গুলিয়ে যেতে পারে

হৃদ্‌রোগীরা কী করে কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত হতে পারেন এবং এ থেকে রক্ষা পেতে কী করা যেতে পারে, জানাচ্ছেন দ্য বেঙ্গল চেম্বারের স্বাস্থ্য বিষয়ক কমিটির চেয়ারম্যান, বিশিষ্ট কার্ডিওলজিস্ট ডাঃ রবীন চক্রবর্তী

'হৃদ্‌যন্ত্রে অনেকগুলি কারণে করোনা ভাইরাস কোভিড-১৯-এর সংক্রমণ হতে পারে। তার একটি সরাসরি সংক্রমণ। এটা তিন-চারভাবে হতে পারে। তার একটি মায়োকার্ডাইটিসে প্রদাহ (ইনফ্লেম্‌ড)। এটা প্রথমেই হৃদ্‌যন্ত্রকে আক্রান্ত করে না। ফুসফুস ও অন্য অঙ্গে সংক্রমণ হলে এমন হয়। তবে এটা খুব কম মানুষের হয়।'

'দ্বিতীয়ত, মায়োকার্ডাইটিস থেকে হৃৎপেশির প্রদাহ। এখান থেকে কার্ডিয়াক এরিদমিয়া হতে পারে। আর যেটা হতে পারে তা হল, এটি হার্টকে আঘাত করতে পারে অর্থাৎ অ্যাকিউট কার্ডিয়াক ইনজুরি। চিন্তার কথা, যাঁদের হৃদ্‌রোগ রয়েছে অথবা মধুমেহ, উচ্চ রক্তচাপ, স্ট্রোক হয়েছে, বাইপাস সার্জারি হয়েছে। তাঁদের কোভিড-১৯ আরও বেশি ক্ষতি করতে পারে।'

'তৃতীয় দিকটি হল প্রবীণদের সমস্যা। দেখা যাচ্ছে, এমন মানুষ, যাঁদের মধুমেহ, উচ্চ রক্তচাপ রয়েছে, যাঁরা নিয়মিত ধূমপান করতেন, তাঁদের কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত হলে যে সব উপসর্গ দেখা যায়, সেগুলি দেখা যাচ্ছে। হয়তো একটু জ্বর হল বা একটু কাশি। সেখান থেকে নিউমোনিয়া হওয়ার কথা। তা না হয়ে তাঁদের বুকে তীব্র ব্যথা, চাপ চাপ ভাব এল। এতে মনে হতে পারে হার্ট অ্যাটাক। ইসিজি করলে দেখা যায়, সেটি হার্ট অ্যাটাকের ইসিজি-র মতো দেখতে বা কার্ডিয়াক এনজাইম ট্রপোনিন টেস্ট, সিপিকে-এমবি অনেক সময় বেশি থাকে। অনেক সময় ভুলবশত হার্ট অ্যাটাক রোগীর মতো চিকিৎসা হতে পারে। পরে হয়তো জানা যায়, হার্ট অ্যাটাক নয়, করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ। অনেক সময় এই সব রোগীর ক্ষেত্রে একটু জ্বর, কাশি হওয়ার পরই এমন কষ্ট শুরু হয় যে, মনে হয় হার্টের অসুখ।'

'চতুর্থ দিকটি হল, আমরা কিছু কিছু ওষুধ খাই, যেমন উচ্চ রক্তচাপের। সেগুলি নিয়ে অনেক আলোচনা আছে। সেগুলি করোনা ভাইরাসকে ত্বরান্বিত করে কিনা বা উপসর্গকে বাড়িয়ে তোলে কিনা, সেটা কিন্তু পুরোপুরি ঠিক নয়। অনেকে প্রপিল্যাক্সিসের জন্য হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন খান, সে ব্যাপারে জানাতে হবে। যে সব রোগীর ইসিজি-তে প্রাথমিকভাবে কিছু ধরা পড়ে, যেমন লং কিউটি সিনড্রোম। সেগুলি পরীক্ষা না করে যদি তাঁদের হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন খাওয়ার কথা বলা হয় বা তাঁরা নিজেরাই খেয়ে নেন, তাঁদের ইসিজি সম্পর্কে কোনও সমস্যার কথা না জেনে চিকিৎসা শুরু হয়ে যায়, সেটা হিতে বিপরীত হয়ে যেতে পারে।'

'সুতরাং, হৃদ্‌যন্ত্র করোনা ভাইরাস থেকে নানাভাবে আক্রান্ত হতে পারে, বিকল হতে পারে। তার একটি, সরাসরি ভাইরাসের কবলে পড়া। যদিও তাঁর সম্ভাবনা খুব কম। এটা ৩-৪ শতাংশের বেশি নয়। দ্বিতীয়ত, যাঁদের ইতিমধ্যে হার্টের কোনও অসুখ আছে। তাঁদের যদি করোনা সংক্রমণ হয়, তাঁদের ক্ষেত্রে সমস্যা বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। এবং পরে হৃদ্‌যন্ত্র সত্যিই যদি খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যেমন অ্যাকিউট কার্ডিয়াক ইনজুরি, তার থেকে যদি হার্ট ফেলিওর হয়, অনেক সময় কার্ডিওজেনিক শক হতে পারে। এমন হলে সমস্যা অনেক বেশি হয়ে যায়। এটা সরাসরি মৃত্যুর কারণ হয়েও দাঁড়াতে পারে।'

PRESS CLIP

==========

Publication:- Anandabazar Patrika

Date: - 24th April 2020

Page :-08

The Bengal Chamber adopted Gariahat , Jodhpur Park & Bansdroni Markets in the sanitizing drive of Government of West Bengal against COVID-19.

এক নজরে

বাজার কমিটির পাশে বণিকসভা

করোনা মোকাবিলায় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ইতিমধ্যেই একাধিক পদক্ষেপ করেছে শহরের বিভিন্ন বাজার কমিটি। এ বার দক্ষিণ কলকাতার বাঁশদ্রোণী, গড়িয়াহাট এবং যোধপুর পার্ক বাজার জীবাণুমুক্ত করতে এগিয়ে এল বণিকসভা বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স। বৃহস্পতিবার তাদের তরফে বাঁশদ্রোণী বাজার কমিটির হাতে থার্মাল গান, গ্লাভস, মাস্ক ও স্যানিটাইজ়ার তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট বরোর চেয়ারম্যান তপন দাশগুপ্ত। ওই বাজারে প্রায় ৭০ জন বিক্রেতা আছেন। তপনবাবু জানান, রাজ্য সরকারের নিয়ম মেনে এবং দূরত্ব-বিধি বজায় রেখে কেনাবেচা চলছে সেখানে। এর আগে বেঙ্গল চেম্বারের তরফে গড়িয়াহাট এবং যোধপুর পার্ক বাজার কমিটির হাতেও স্যানিটাইজ়ার, পুনর্ব্যবহারযোগ্য মাস্ক, গ্লাভস ও সাবান দেওয়া হয়েছে। সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, প্রয়োজনে আবারও বিভিন্ন বাজারে এমন সাহায্য করা হবে।

PRESS CLIP

==========

Publication:- Ei Samay

Date:- 12th April, 2020

Page:- 07

The Bengal Chamber adopted Gariahat and Jodhpur Park Markets in the sanitizing drive of Government of West Bengal against COVID19

বিভিন্ন বাজারকে ছড়িয়ে দেওয়ার কাজে পুলিশ

পরিচ্ছন্নতা ও সচেতনতা, ২৪ বাজারে ১২ বণিকসভা

এই সময়: করোনাভাইরাসের মোকাবিলায় সোশ্যাল ডিসট্যান্সিংয়ের শর্ত মেনে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা তথা জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে ২৪টি বাজারের দায়িত্ব নিল বিভিন্ন চেম্বার অফ কমার্স-সহ ১২টি সংগঠন। কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গ হিসেবেই এটা করা হয়েছে। শনিবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে এই কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাজারগুলোয় ক্রেতাদের জন্য হ্যান্ড স্যানিটাইজারের ব্যবস্থা করতে রাজ্যকে পরামর্শ দিয়েছিলেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়। দিন কয়েক আগে বণিকসভা ও শিল্পসংস্থাগুলোর সঙ্গে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিদের এক-একটি বাজারের দায়িত্ব নেওয়ার আবেদন জানান। সেই ডাকে সাড়া দিয়েই এগিয়ে এসেছে ওই সব সংস্থা।

এ দিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'জমায়েত, ভিড় এ সব কমানোর কথা বলছেন প্রধানমন্ত্রী। সেই জন্য বাজারগুলোকে খানিকটা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিতে হবে। যাতে সেগুলোয় ভিড় না-হয়। কলকাতায় কলকাতা পুলিশ এটা করবে। আর হাওড়ায় হাওড়া পুলিশ।' ইতিমধ্যেই কিছু জায়গায় পুলিশ সেই কাজ শুরুও করে দিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স, ভারত চেম্বার অফ কমার্স, অ্যাসোচেম, সিআইআই, আইসিসি, মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স, ফিকি, ক্রেডাইয়ের মতো ১২টি চেম্বার অফ কমার্স ২৪টি বাজারের দায়িত্ব নিয়েছেন।' বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের প্রেসিডেন্ট বিশ্ব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'আমরা গড়িয়াহাট ও যোধপুর পার্ক বাজারের দায়িত্ব পেয়েছি। এই ব্যাপারে স্থানীয় স্তরে থানার সঙ্গে আমরা যোগাযোগ রাখছি। বাজার কমিটির সঙ্গে আলোচনা করে এগোলে ভালো হবে। আশার কথা যে, দোকানপাট খোলার সময় বাড়লে বাজারে ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে সুবিধে হবে।'

মুখ্যমন্ত্রী এ দিনই জানিয়েছেন, এ বার সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত খোলা থাকবে পাড়ার মুদিখানা থেকে ডিপার্টমেন্ট স্টোরের মতো বড় বিপণি।

পোস্তা বাজারের দায়িত্ব পেয়েছে মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স। ওই বণিকসভার ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল শুভাশিস রায় বলেন, 'এই মুহূর্তে সোশ্যাল ডিসট্যান্সিংয়ের স্বার্থে জনসচেতনতা বৃদ্ধি খুব জরুরি কাজ। বিশেষ করে, যে সাধারণ বাজারগুলোয় জন সমাগম বেশি হয়। আমাদের এই মুহূর্তে দায়িত্ব, বাজারে যাঁরা বিকিকিনির জন্য আসছেন, তাঁদের সচেতন করা। তাঁদের এটা বলা যে, বেচাকেনা করুন, কিন্তু সোশ্যাল ডিসট্যান্সিংও বজায় রাখুন। আর আমরা পোস্তা বাজার স্যানিটাইজও করব।'

বড়বাজারে জীবাণুনাশক স্প্রে করা হচ্ছে — এই সময়

grey matter pr
106 d, block-f
new alipore
kolkata 700 053
i n d i a
W +91 33 2445 2766
info@greymatterpr.com
www.greymatterpr.com

PRESS CLIP

==========

Publication:- IBNS (https://indiablooms.com/finance-details/11726/the-bengal-chamber-adopts-two-south-kolkata-markets-to-hold-sanitisation-drives.html)

Date:- 15th April, 2020

Page:- Online

The Bengal Chamber adopted Gariahat and Jodhpur Park Markets in the sanitizing drive of Government of West Bengal against COVID19 on 14th & 15th April 2020

The Bengal Chamber adopts two south Kolkata markets to hold sanitisation drives

Kolkata/IBNS: Kolkata-based Bengal Chamber of Commerce and Industry adopted two markets of Kolkata for sanitisation drives to contain the spread of the Covid-19 pandemic in the city.

They chose Gariahat and Jodhpur Park markets in south Kolkata for the sanitisation programme.

The organisation in its release said that it coordinated with Councilors of Ward No. 93 (Jodhpur Park Market) and Ward No. 68 (Gariahat Market) along with the Lake and Gariahat police stations to provide sanitisation resources, including masks, gloves, hand sanitizers and detergents.

B B Chatterjee, President, The Bengal Chamber and Subhodip Ghosh, Director General, visited the Jodhpur Park and Gariahat markets on consecutive days, April 14 and 15 during the sanitisation drives.

On April 15, they were joined by Smarajit Purkayastha, Deputy Director General, The Bengal Chamber.

JIS Group, Exide Industries Ltd and Trent Trading Corporation collaborated with the Bengal Chamber in this endeavour.

PRESS CLIP

==========

Publication:- Khabaronline.com (https://www.khaboronline.com/news/business/the-bengal-chambers-initiative-to-bridge-the-gap-between-the-demand-and-supply-of-medical-equipments/)

Date: - 11th April 2020

Page :- Online

Article on The Bengal Chamber bridging the health care suppliers with health care providers during the COVID-19 pandemic.

চিকিৎসা সরঞ্জামের চাহিদা ও জোগানের মধ্যে সমন্বয় সাধনে উদ্যোগী বেঙ্গল চেম্বার

April 11, 2020

খবর অনলাইন ডেস্ক: করোনাভাইরাস (coronavirus) সংক্রমণের জেরে দেশে স্বাস্থ্য পরিষেবা পণ্যের চাহিদা অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে। বেড়ে গিয়েছে পার্সোনাল প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্টের (পিপিই) চাহিদাও। এই চাহিদা মেটানোর কাজে উদ্যোগী হয়েছে দ্য বেঙ্গল চেম্বার। যে সব শিল্প সংস্থা স্বাস্থ্য পরিষেবার সামগ্রী ও চিকিৎসা সরঞ্জাম উৎপাদন করে, সেই সব সংস্থা এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারীদের মধ্যে সেতু গড়ার কাজ করছে তারা।

বেঙ্গল চেম্বারের এই উদ্যোগে যোগ দিয়েছে পাঁচটি ক্ষুদ্র ও মাঝারি সংস্থা, যারা হাসপাতালে চিকিৎসা পণ্য সরবরাহের কাজে নথিভুক্ত এবং অভিজ্ঞ। তারা হল, অ্যাডসান এন্টারপ্রাইজ, ইভা ডিসপোজেবল গ্লাভস, উদ্যোগী ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট লিমিটেড, ইন্টারন্যাশনাল এক্সপোর্ট হাউজ এবং ট্রেন্ট ট্রেডিং কর্পোরেশন।

পিপিই ছাড়া আর যে সব চিকিৎসা সরঞ্জামের চাহিদা বেড়েছে এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পসংস্থা যেগুলি সরবরাহ করবে বলে সিদ্ধান্ত করেছে, সেগুলি হল এন৯৫ মাস্ক, ডিসপোজেবল মাস্ক, ডিসপোজেবল গ্লাভস, স্যানিটাইজার, কোভিড–১৯ র‍্যাপিড টেস্ট কিট, সার্জিক্যাল ফেস মাস্ক, ডিসপোজেবল চশমা, জুতো ঢাকার জিনিস, ডিসপোজেবল গাউন, এইচএমএইচডিপিই ড্রাম, ডায়ালিসিস জলের জার, বোতল, খাবার রাখার প্লাস্টিকের পাত্র।

দ্য বেঙ্গল চেম্বারের প্রাক্তন সভাপতি এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক কমিটির মেন্টর ডা. অলোক রায় বলেন, “ আমরা বড়ো কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। এই মহামারি মোকাবিলায় আমরা তৎপর। ক্ষুদ্র, ছোটো শিল্প সংস্থাগুলি লকডাউনে রীতিমতো সমস্যায় পড়েছে। ওদের সঙ্গে আমরা নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলেছি। স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারী ও চিকিৎসা সরঞ্জাম উৎপাদনকারীদের মধ্যে যোগাযোগ বজায় রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছি। এখন এটার খুব দরকার।”

দ্য বেঙ্গল চেম্বারের ডিরেক্টর জেনারেল শুভদীপ ঘোষ বলেন, “এখনও পর্যন্ত পাঁচটি ছোটো, মাঝারি শিল্প সংস্থা ইমেলে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। তারা কে কী পণ্য তৈরি করে, সে ব্যাপারে বিস্তারিত জানিয়েছে। কোনটা কতটা সরবরাহ করতে পারবে, তা–ও জানিয়েছে। এর মধ্যে তিনটি সংস্থা উৎপাদনকারী, বাকি দু’টি হল বাণিজ্য এবং সরবরাহকারী। ভালো কথা হল, হাসপাতালগুলি যেমন জিনিস চেয়েছে এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প সংস্থাগুলি যে হারে উৎপাদনের কাজ করছে, তাতে মনে হচ্ছে জোগানের পরও কিছু জিনিস উদ্বৃত্ত রয়ে যেতে পারে।”

PRESS CLIP

==========

Publication:- Khabor 365 Din

Date:- 12th April, 2020

Page:- 02

The Bengal Chamber adopted Gariahat and Jodhpur Park Markets in the sanitizing drive of Government of West Bengal against COVID19 on 14th & 15th April 2020

বেঙ্গল চেম্বারের সহযোগিতায় গড়িয়াহাট বাজারে মাস্ক, গ্লাভস বিলি করছেন ৬৮ ওয়ার্ডের পুরমাতা, সঙ্গে গড়িয়াহাট থানার ওসি।

grey matter pr
106 d, block-f
new alipore
kolkata 700 053
i n d i a
W +91 33 2445 2766
info@greymatterpr.com
www.greymatterpr.com

grey matter pr

PRESS CLIP

==========

Publication:- Khabor Online (https://www.khaboronline.com/news/kolkata/bengal-chamber-distributes-sanitation-materials-in-two-markets-in-kolkata/)

Date:- 15th April, 2020

Page:- Online

The Bengal Chamber adopted Gariahat and Jodhpur Park Markets in the sanitizing drive of Government of West Bengal against COVID19 on 14th & 15th April 2020

কলকাতার দু'টি বাজারে স্যানিটাইজেশন সামগ্রী বিলি করল বেঙ্গল চেম্বার

কলকাতা : শহরের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বাজারে স্যানিটাইজেশনের সামগ্রী তুলে দিল দ্য বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি। বণিকসভাকে এই নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেইমতো গড়িয়াহাট এবং যোধপুর পার্ক বাজারে দু'দিনের একটি কর্মসূচি নিয়ে স্যানিটাইজেশনের সামাগ্রী তুলে দেওয়া হল সংস্থার পক্ষ থেকে।

কর্মসূচির সূচনা হয় ১লা বৈশাখের দিন। ওই দিন যোধপুর পার্ক বাজারে মাস্ক, গ্লাভস এবং হ্যান্ড স্যানিটাজার বাজারের বিক্রেতাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। যোধপুর পার্ক বাজারে এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বেঙ্গল চেম্বারের প্রেসিডেন্ট বিবি চ্যাটার্জি এবং ডিরেক্টর জেনারেল শুভদীপ ঘোষ সহ অন্যরা। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন মেয়র পারিষদ রতন দে এবং লেক থানার ওসি জয়ন্ত ঘোষ।

বুধবার গড়িয়াহাট বাজারে চলে এই কর্মসূচি। বণিকসভার প্রতিনিধিরা ছাড়াও এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় কাউন্সিলার সুদর্শনা মুখার্জি এবং গড়িয়াহাট থানার ওসি সৌম্য ব্যানার্জি।

PRESS CLIP

==========

Publication:- Kolkata 24 X 7 (https://www.kolkata24x7.com/chamber-of-commerce-started-sanitization-in-adopted-market/)

Date:- 16th April, 2020

Page:- Online

The Bengal Chamber adopted Gariahat and Jodhpur Park Markets in the sanitizing drive of Government of West Bengal against COVID19 on 14th & 15th April 2020

বাজার পরিচ্ছন্নতার কাজ শুরু করল বণিকসভা

কলকাতা: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে সাড়া দিয়ে এবার বাজারগুলিতে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার কাজে নেমে পড়ল বণিক সভা। বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স শহরের দুটি বাজারের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা এবং সাধারণ মানুষকে এই বিষয়ে সচেতন করার দায়িত্ব নিয়েছে। এই বাজার দুটি হল যোধপুর পার্ক এবং গড়িয়াহাট বাজার।

এইজন্য সংশ্লিষ্ট বাজার সমিতি, স্থানীয় কাউন্সিলর এবং থানার সহায়তায় ওই দুটি বাজারে বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের পক্ষ থেকে সাবান,স্যানিটাইজার মাস্ক ইত্যাদি বিতরণ শুরু করা হয়েছে। সভাপতি বিশ্ব বিহারী চট্টোপাধ্যায় সহ এই বণিকসভার প্রতিনিধিরা ১৪ এপ্রিল যোধপুর পার্ক বাজার এবং ১৫ এপ্রিল গড়িয়াহাট বাজার পরিদর্শন করেন ।

বণিকসভার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, যোধপুর পার্ক বাজারে ১৫ লিটার স্যানিটাইজার , ৪ কেজি ডিটারজেন্ট, ৪০০ মাস্ক এবং ৪০০ গ্লাভস বিতরণ করা হয়েছে। অন্যদিকে গড়িয়াহাট বাজারে ২০ লিটার স্যানিটাইজার,৬.৫ কেজি ডিটারজেন্ট, ১৫০০ মাস্ক এবং ১০০০ গ্লাভস দেওয়া হয়েছে।

করোনা মোকাবিলায় দেশজুড়ে শুরু হয়েছে লক ডাউন। তবে এরইমধ্যে খাবার সংগ্রহের জন্য লোকজনকে বাজারে যেতে হচ্ছে। পাশাপাশি সেখানে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার বিষয়টা সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা দরকার। সম্প্রতি নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বাজারগুলিতে স্যানিটাইজেশনের ব্যবস্থা করার কথা বলেছিলেন।

এদিকে, কয়েকদিন আগে মুখ্যমন্ত্রী বণিকসভা ও ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন। সেই সময় তিনি তাদের কাছে বাজারের দায়িত্ব নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। তারপর সেই অনুরোধে সাড়া দিয়ে বাজারের দায়িত্ব নিতে এগিয়ে আসে এইসব বণিকসভা এবং ব্যবসায়ী সংগঠনগুলি। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স, ভারত চেম্বার অফ কমার্স, অ্যাসোচেম, সিআইআই, আইসিসি, মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স, ফিকির মত ১২টি চেম্বার অফ কমার্স ২৪টি বাজারের দায়িত্ব নিয়েছে।

PRESS CLIP

==========

Publication:- Kolkata24X7.com (https://www.kolkata24x7.com/bengal-chamber-bridging-supplier-of-ppe-and-health-service-unit/)

Date: - 10th April 2020

Page :- Online

Article on The Bengal Chamber bridging the health care suppliers with health care providers during the COVID-19 pandemic.

স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারী এবং চিকিৎসা সরঞ্জাম উৎপাদনকারীদের মধ্যে সেতু গড়ছে বেঙ্গল চেম্বার

By **Bengali Desk**- April 10, 2020

ফাইল ছবি

কলকাতা: লকডাউনে মুশকিল হয়েছে সব ক্ষেত্রেই। এর মধ্যে ছোট, মাঝারি শিল্প প্রবল সমস্যায় পড়েছে। এই সময়ে স্বাস্থ্য পরিষেবা পণ্যের চাহিদা অনেকটা বেড়ে গিয়েছে।

সংক্রমণ ঠেকাতে পার্সোনাল প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্ট (পিপিই)–এর চাহিদাও বেশ বেড়ে গিয়েছে। তাই স্বাস্থ্য পরিষেবা

প্রদানকারীদের সঙ্গে স্বাস্থ্য পরিষেবা পণ্য উৎপাদনকারীদের মধ্যে সেতু গড়ার কাজ করতে এগিয়ে এল বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স। যাতে চাহিদা এবং যোগানের মধ্যে সমন্বয় বজায় থাকে।

বেঙ্গল চেম্বারের এই উদ্যোগে অংশ নিয়েছে পাঁচটি ক্ষুদ্র ও মাঝারি সংস্থা। যারা হাসপাতালে চিকিৎসা পণ্য সরবরাহের কাজে নথিভুক্ত এবং অভিজ্ঞ। তারা হল: অ্যাডসান এন্টারপ্রাইজ, ইভা ডিসপোজেবল গ্লাভস, উদ্যোগী ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট লিমিটেড, ইন্টারন্যাশনাল এক্সপোর্ট হাউজ এবং ট্রেন্ট ট্রেডিং কর্পোরেশন। এছাড়া আটটি বেসরকারি সংস্থা ইতিমধ্যে বেঙ্গল চেম্বারের সঙ্গে এ ব্যাপারে যোগাযোগ করেছে।

এর বাইরে বিভিন্ন হাসপাতাল যে চিকিৎসা সরঞ্জামের ব্যাপারে খোঁজ করছে এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পসংস্থা সরবরাহ করবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে, সেগুলি হল এন৯৫ মাস্ক, ডিসপোজেবল মাস্ক, ডিসপোজেবল গ্লাভস, স্যানিটাইজার, কোভিড–১৯ র‍্যাপিড টেস্ট কিট, সার্জিক্যাল ফেস মাস্ক, ডিসপোজেবল চশমা, জুতো ঢাকার জিনিস, ডিসপোজেবল গাউন, এইচএমএইচডিপিই ড্রাম, ডায়ালিসিস জলের জার, বোতল, খাবার রাখার প্লাস্টিকের পাত্র।

বেঙ্গল চেম্বারের প্রাক্তন সভাপতি এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক কমিটির মেন্টর ডাঃ অলোক রায় বলেন, "আমরা বড় কঠিন একটা সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। এই সময়ে মানুষের উপকার করার জন্য আমাদের প্রতিষ্ঠান বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছে। এই মহামারি মোকাবিলায় আমরা তৎপর। ক্ষুদ্র, ছোট শিল্প সংস্থাগুলির সঙ্গে আমরা নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলেছি। লকডাউনে তারা রীতিমতো সমস্যায় পড়েছে। স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারীদের সঙ্গে চিকিৎসা সরঞ্জাম উৎপাদনকারীদের মধ্যে যোগাযোগ বজায় রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছি। এখন এটার খুব দরকার।"

grey matter pr

PRESS CLIP

==========

Publication:- Millennium Post

Date:- 16th April, 2020

Page:- 02

The Bengal Chamber adopted Gariahat and Jodhpur Park Markets in the sanitizing drive of Government of West Bengal against COVID19 on 14th & 15th April, 2020

The Bengal Chamber of Commerce and Industry volunteered to adopt two markets of South Kolkata- Gariahat and Jodhpur Park, for sanitisation. The Chamber coordinated with Councillor, Ward 93 (Jodhpur Park Market) & Councillor, Ward 68 (Gariahat Market) along with the Lake Police and Gariahat police stations respectively and organised to provide masks, gloves, sanitisers and detergents MPOST

grey matter pr

PRESS CLIP

==========

Publication:- Uniindia.com (http://www.uniindia.com/bengal-chamber-to-link-healthcare-manufacturers-with-hospitals/east/news/1948178.html)

Date: - 9th April 2020

Page :- Online

Article on The Bengal Chamber bridging the health care suppliers with health care providers during the COVID-19 pandemic.

Posted at: Apr 9 2020 6:01PM

Bengal Chamber to link healthcare manufacturers with hospitals

Kolkata, Apr 09 (UNI) The Bengal Chamber has come forward in a proactive measure to link healthcare manufacturers with different hospitals to help minimize the gap between supply and demand as the Coronavirus continues to wreck havoc.

With the lockdown edging towards its third week, most industries, particularly the MSME sector, have been significantly hit.

The demand for healthcare essentials has taken a sharp rise as hospitals are falling short of essentials, including personal protective equipment, with rising cases of infections.

In such a situation the Bengal Chamber has taken a proactive measure to link healthcare manufacturers with different hospitals to help minimize the gap between supply and demand, a Chamber release issued here today said.

Five MSMEs which are registered manufacturers of hospital essentials and supply have responded to The Bengal Chamber. They are Adsun Enterprises, Eva Disposable Gloves, Udyogi International Pvt. Ltd., International Export House and Trent Trading Corporation.

Around eight private hospitals have got in touch with The Chamber with their enquiries.

Some of the other healthcare essentials which have been enquired by the hospitals and supply identified from MSMEs are N95 masks, disposable masks, disposable gloves, santitizers, COVID-19 Rapid Test Kits, surgical face masks, disposable goggles, shoe cover, disposable gowns, HMHDPE drums, Dialysis Water Jars, pet bottles and plastic food containers in which food can be served at the hospitals.

“We are living through very difficult and unprecedented times. The Chamber is also engaged in innovating possible solutions to help combat the COVID-19 pandemic. The Chamber has been in constant touch with MSMEs which are connected with us. They are also facing challenges owing to the lock down. We have tried linking healthcare essentials manufacturers with healthcare units and hospitals who are in dire need,” said Dr. Alok Roy, Mentor, Health Committee and Former President, The Bengal Chamber.
“Till date, five MSMEs have contacted us over email, with details of the items that they manufacture and the quantity that they can supply. While three of them are manufacturers, the rest two are trading and export houses. However, we are now in a surplus condition, with respect to the demand placed by the hospitals and the cumulative amounts promised by the MSMEs, to have in their stock”, stated Mr. Subhodip Ghosh, Director General, The Bengal Chamber.

Apart from these; EzeRx, an incubatee at Webel-BCC&I Tech Incubation Centre has made Affordable 3D face shields and 100% organic alcohol based anti viral, anti fungal and anti bacterial solution which, The Chamber has been informed, may also be useful in the current situation.
'We have been told that affordable 3D face shields can reduce droplets from failing on masks and is useful for medical professionals, pharmacies, pathology, supermarkets, petrol pumps, police stations and many more places. OzoRx is an Oil made from 25 Organic Alcohols along with 1 Organic Steroid which be used on exposed area of body. They have also proposed Indian Council of Medical Research to check its efficacy in COVID-19," Mr Ghosh said.

The Bengal Chamber is creating the platform to connect the relevant stakeholders. The Chamber suggests the procurer to do the due diligence related to quality/rate/others.
UNI PL AND

grey matter pr

PRESS CLIP

==========

Publication:- UNI (http://www.uniindia.com/bcc-adopts-2-city-markets-for-sanitization/east/news/1956038.html)

Date:- 15th April, 2020

Page:- Online

The Bengal Chamber adopted Gariahat and Jodhpur Park Markets in the sanitizing drive of Government of West Bengal against COVID19 on 14th & 15th April 2020

UNI BREVITY ACCURACY SPEED United News of India India's Multi Lingual News Agency

BCC adopts 2 city markets for sanitization

Kolkata, Apr 15 (UNI) The Bengal Chamber of Commerce and Industry volunteered to adopt two markets of South Kolkata- Gariahat and Jodhpur Park, for sanitization following a request by Chief Minister Mamata Banerjee.

The Chamber coordinated with Councilor, Ward No. 93 (Jodhpur Park Market), Councillor, Ward No. 68 (Gariahat Market) along with the Lake Police and Gariahat Police Stations respectively for the two markets and organized to provide the sanitization resources, including masks, gloves, hand sanitizers and detergents.

Mr. B B Chatterjee, Chamber president and Mr. Subhodip Ghosh, Chamber director general, visited the Jodhpur Park Market yesterday along with Officer-In-Charge Lake Police Station and the Local Councillor Ward No 93.

Today Mr Chatterjee, Mr Ghosh and Mr Smarajit Purkayastha, deputy DG visited The Gariahat Market along with Officer-In-Charge Gariahat Police Station and the Local Councillor Ward No 68.

15 litres sanitizers; 4 kg detergents, 400 pieces of reusable masks; 400 pairs of gloves for around 200 stalls were handed over to the secretary, Jodhpur Bajar Samity, while 20 Litres sanitizers; 6.5 kg detergents, 1500 pieces of reusable masks; 1000 pairs of gloves were handed over to Gariahat Bajar Samity.

The Bengal Chamber thanked the JIS Group, Exide Industries Ltd and Trent Trading Corporation for their help and support.
UNI PL AND

PRESS CLIP

==========

Publication:- UNI (http://www.uniindia.com/covid-19-patients-with-heart-ailments-at-higher-risk-expert/east/news/1935269.html)

Date: - 30th March 2020

Page :- Online

Special article on how Cardiac Patients can be affected by COVID-19 infection and how they can take care of their heart from COVID-19 by Prof. Dr. Rabin Chakraborty, Eminent Cardiologist and Chairperson of The Health Committee, The Bengal Chamber

Covid-19: Patients with heart ailments at higher risk- Expert

Kolkata, Mar 30 (UNI) Patients with heart ailments stand the risk of severe complications if affected with the coronavirus, Prof. Dr Rabin Chakraborty, Chairman, Health Committee, The Bengal Chamber, said here today.

'There are many reasons for the heart to be affected by the Coronavirus, COVID-19. One of them is if primarily the virus affects the heart, it can do so in 3-4 ways. Coronavirus Covid 19 does attack heart to start with, but in the process of other organ affecting heart may get involved, leading to myocarditis and its complications,' he said in a statement.

In other words, if the heart is inflamed because of myocarditis, it does not affect the heart first. That happens only after the lungs and other organs are affected and the percentage of that happening is very less, the renowned physician explained.

Please log in to get detailed story.

PRESS CLIP

==========

Publication:- Aajkaal

Date: - 10th April 2020

Page :- 03

Article on The Bengal Chamber bridging the health care suppliers with health care providers during the COVID-19 pandemic.

পিপিই জোগাবে বেঙ্গল চেম্বার

আপৎকালীন পরিস্থিতিতে হাসপাতালগুলিকে পিপিই সরবরাহে উদ্যোগী হল বেঙ্গল চেম্বার। যে সমস্ত ছোট শিল্প এ ধরনের উপকরণ তৈরি করে, তেমন ৫টির সঙ্গে তারা যোগাযোগ করেছে। সংস্থাগুলিও সাড়া দিয়েছে। ৮টি হাসপাতালও পিপিই–র জন্য বেঙ্গল চেম্বারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। চেম্বারের পক্ষে জানানো হয়েছে, করোনা মোকাবিলায় প্রচুর মাস্ক, দস্তানা, স্যানিটাইজার প্রয়োজন। এছাড়াও হাসপাতালে প্লাস্টিকের কন্টেনার দরকার। যারা এগুলি তৈরি করে, তাদের সঙ্গে কথা বলা হয়েছে। বেঙ্গল চেম্বারের মেন্টর এবং প্রাক্তন সভাপতি ডাঃ অলোক রায় বলেন, আমরা উৎপাদকদের সঙ্গে হাসপাতালগুলির একটা যোগসূত্র ঘটিয়ে দিয়েছি। ডিরেক্টর জেনারেল শুভদীপ ঘোষ বলেছেন, এই মুহূর্তে চাহিদার চেয়ে বেশি পিপিই তাদের কাছে রয়েছে।